যুগান্তর

তারিখ 02 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

কলেজে শিক্ষার্থীর অভাব

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী সংকটে পড়িয়াছে রাঙ্গামাটির বেসরকারি কলেজগুলি। শিক্ষার্থী সংকটের প্রধান কারণ সেইখানকার কলেজগুলির বিদ্যমান আসনের চাইতে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম। চলতি শিক্ষা বর্ষে ৫০ শতাংশ এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় এই সংকট। রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ চালু করাই কষ্টসাধ্য হইয়া যাইবে। জেলায় ২টি সরকারি ও ১০টি বেসরকারি কলেজের বিভিন্ন শাখায় আসন সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। চলতি শিক্ষা বর্ষ হইতে রাঙ্গামাটি লেকার্স পাবলিক স্কুলের কলেজ শাখা খোলা হইতেছে এবং সেইখানে উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হইবে। রাঙ্গামাটি জেলার শিক্ষার্থী সংকট মূলত গোটা দেশেরই শিক্ষা সংকটের একটি উদাহরণমাত্র। দেশের ৬৪টি জেলার সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলিতে আসন অনুযায়ী শিক্ষার্থী মিলিবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এমন অনেক কলেজ আছে যেইখানে পড়িবার জন্য কোন শিক্ষার্থীও যাইবে না। ঐ সকল কলেজের স্থপতি কোন না কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি। ক্ষমতার জোরে নিজের কিংবা পিতামাতার নামে উচ্চ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আবার ইহার বিপরীত চিত্রও রহিয়াছে। ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলির বিখ্যাত কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীদের এতটাই চাপ যে, জিপিএ-৫ পাওয়া ছেলেমেয়েরাও ভর্তি হইতে পারে না। এই অবস্থা হয় রাজধানীর নটর ডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, হলিক্রস কলেজ, রাজউক কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজে। রাজধানীর অপরাপর নামি কলেজেও ভিড়। চলতি বৎসর সরকার কলেজে ভর্তির নীতিমালা বাঁধিয়া দিয়াছে। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাইবে সবার আগে। তাহার পর পর্যায়ক্রমে ভালো ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাইবে। যাহারা নামি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাইবে না, তাহারা অপরাপর কলেজে ভর্তি হইবে। ইহা নিশ্চিত যে, দূরদূরান্ত হইতে আগত শিক্ষার্থীরা রাজধানী বা বিভাগীয় শহরের কলেজে ভর্তি হইবার চেষ্টা করিবে। সরকার এই কারণে কোটাও বাঁধিয়া দিয়াছে। আরও একটি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টির প্রয়োজন রহিয়াছে। এসএসসি পরীক্ষায় ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করিবার কারণ কী? আমরা জানি, মফস্বল এলাকার কলেজগুলির শিক্ষার মান ভালো নয়। কারণ ঐ সকল কলেজে শিক্ষার অবকাঠামো নাই, অভাব রহিয়াছে যোগ্য শিক্ষকের। গ্রামের কলেজগুলি যদি তাহাদের পড়াশুনার মান বাড়াইতে পারে, তাহা হইলেই কেবল তাহারা শিক্ষার্থী সংকট হইতে মুক্তি পাইবে। গ্রামের শিক্ষার্থীরা গ্রামেই উন্নতমানের শিক্ষা পাইলে দল বাঁধিয়া শহরে ছুটিয়া আসিবে না।